

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক দীক্ষাদান

কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীকৃপ-সনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু নাকি শ্রীকৃপকে প্রয়াগে এবং শ্রীসনাতনকে কাশীতে দীক্ষাযন্ত্র দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এসমস্ত প্রকৃত কথা নহে। প্রয়াগে ও কাশীতে শ্রীকৃপ ও শ্রীসনাতনের সঙ্গে প্রভুর সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বেই রামকেলি-গ্রামে উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রামকেলিতে প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই তাহারা স্ব-স্ব-গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—“শ্রীকৃপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে। প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে॥ দুই ভাই বিষয় ত্যাগের উপায় ষজিল। বহুধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল॥ কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরুষচরণ। অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ২১৮-৮।” রামকেলিতে প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া শ্রীকৃপ-সনাতন স্বগৃহে গেলেন। গিয়া উভয়েই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পুরুষচরণ করাইলেন—উদ্দেশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণপ্রাপ্তি। দীক্ষার পূর্বে পুরুষচরণের বিধি নাই; দীক্ষার পরেই শ্রীগুরুদেবের আদেশ গ্রহণ পূর্বৰ্ক পুরুষচরণ করিতে হয়। “শ্রীগুরোর্মস্তমাসাত্পুরুষচরণকর্মণি। দীক্ষাঃ কৃত্বা পুনস্তেনাত্মজাতঃ প্রারভেত তৎ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৩।” শ্রীকৃপ-সনাতনের পুরুষচরণের কথা হইতেই বুঝা যাইতেছে, পূর্বেই তাহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। পুরুষচরণের একক্তম ফল হইতেছে—বাহিত লাভ; “কৃতেন যেন লভতে সাধকো বাহিতং ফলম্। হ, ভ, বি, ১৭।৪।” শ্রীকৃপ-সনাতনের বাহিত বস্ত ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণপ্রাপ্তি; এই অভীষ্ঠ লাভের উদ্দেশ্যে—“অচিরাতে পাইবারে চৈতন্যচরণ”—তাহারা পুরুষচরণ করাইয়াছিলেন। দীক্ষাকালীন শ্রীগুরুর চরণ-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; তজন্ত পুরুষচরণের ব্যবস্থা দেখা যায় না। মহাপ্রভুর চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্তই যথন শ্রীকৃপ-সনাতন পুরুষচরণ করিয়াছিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, মহাপ্রভু তাহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন না, উপাস্তদেব ছিলেন।

শ্রীপাদ সনাতনের দীক্ষাগুরু ছিলেন,—বামুদেব-সর্বভৌমের ভাতা বিজ্ঞাবাচস্পতি; বৈষ্ণবতোধীর প্রারম্ভে শ্রীপাদসনাতন নিজেই তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। “ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিজ্ঞাবাচস্পতীন্মুক্তন॥” ভক্তিরত্নাকরেও একথার উল্লেখ আছে। “শ্রীসনাতনের গুরু বিজ্ঞাবাচস্পতি॥ মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে ঈর হিতি॥ ভক্তি-রত্নাকর ১ম তরঙ্গ ৪৩ পৃষ্ঠা॥” আর শ্রীপাদকৃপগোষ্ঠামীর দীক্ষাগুরু যে শ্রীপাদসনাতন গোষ্ঠামীই ছিলেন, শ্রীজীবের লেখার বহুস্থানে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কেহ কেহ আবার শ্রীপাদগোপালভট্ট-গোষ্ঠামীকেও মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া মনে করেন; তাহাও প্রকৃত কথা নহে। গোপালভট্ট গোষ্ঠামী ছিলেন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য; শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের মন্ত্রাচরণ হইতেই তাহা জানা যায়। “ভজ্জিবিলাসাংশিষ্ঠতে প্রবোধানন্দস্ত শিষ্যে। ভগবৎপ্রিয়স্ত গোপালভট্টে। বৃষুনাথদাসং সন্তোষযন্মুক্তপসনাতনোচ॥ ১ম বিলাস। ২।”

কেহ কেহ আবার স্বরূপ-দামোদর, রায়রামানন্দ, শিথিমাহিতী এবং মাধবীদাসীকেও মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য বলিয়া মনে করেন। তাহারও প্রমাণ নাই। প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব হইতেই রায়রামানন্দ পরম-বৈষ্ণব, পরম-ব্রহ্মিকভুক্ত; মহাপ্রভুর নিকটে সার্বভৌমের উক্তি হইতে তাহা জানা যায় (শ্রীচৈঃ চঃ ২।৭।৬১-৬৬)। ইহাতে বুঝা যায়, প্রভুর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব হইতেই তিনি দীক্ষিত ছিলেন। যাহা হউক, উক্ত চারিজনকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু বলিয়াছেন—“জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনি জন। শ্রীচৈঃ চঃ ৩।২।১০৪॥” ইহার হেতু সম্বন্ধে ৩।২।১০৪ পয়ারের টীকায় যৎকিঞ্চিঃ আলোচনা দেওয়া হইয়াছে।

মহাপ্রভুর কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন, একপ কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না; প্রমাণ কৈব, ইঙ্গিত পর্যন্তও পাওয়া যায় না। তবে বহু লোকের মধ্যেই তিনি শক্তি সংক্ষার করিয়াছেন, বহু লোককে কৃপা-

করিয়া প্রেমভক্তি দিয়াছেন—একথা সত্য। কিন্তু শক্তি-সংঘার এবং আহুষ্টানিক মন্ত্রদীক্ষা এক কথা নহে। মন্ত্রদীক্ষার ফলে শিষ্যের পক্ষে প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা জনিতে পারে সত্য; তথাপি কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা এবং প্রেমভক্তিদানও এককথা নহে। মন্ত্রদীক্ষা হইল একটী আহুষ্টানিক ব্যাপার—শাস্ত্রবিহিত অহুষ্টানাদির পরে যোগ্য গুরু-কর্তৃক শিষ্যের কর্ণে ইষ্টমন্ত্রানাই হইল দীক্ষা। এইভাবে মহাপ্রভু কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। সম্মানের পূর্বে তিনি যথন পূর্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তখন পদ্মাতীরে তপনযোগ্য তাহার নিকটে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন। প্রভু তাহাকেও দীক্ষা দেন নাই, হরিনাম করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। দক্ষিণাত্যে কি পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণকালেও প্রভু অসংখ্য লোককে বৈষ্ণব করিয়াছেন—কিন্তু মন্ত্রদীক্ষা দ্বারা নহে, শক্তিসংঘার পূর্বক হরিনামোপদেশ দ্বারা—প্রেমভক্তি দানের দ্বারা।

বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইলেন স্বয়ং ভগবান् শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বঃ সমষ্টি-গুরু হইলেও ব্যষ্টিগুরুর কাজ তিনি করেন না; তিনি নিজে কাহাকেও দীক্ষা দেন না। যোগ্য ভক্তদ্বারা দীক্ষা দান করাইয়া থাকেন। “কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অষ্টর্যামিরূপে শিখায় আপনে। শ্রীচৈঃ চঃ ২২২১৩০ ॥” ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে কৃষ্ণকৃপা ভক্তকৃপা-সামেক্ষ; তাই ভক্তকূপী ব্যষ্টিগুরুর প্রয়োজন। ক্রবের ঐকাণ্টিকতায় ভগবানের আসন টলিয়াছিল; কিন্তু তখনও তিনি ক্রবকে যথার্থ কৃপা—ভক্তিদান—করিতে পারেন না; যেহেতু, ক্রবের ঐকাণ্টিক আহুনের মূলে ছিল বিষয়-বাসনা, পিতৃসিংহাসন-লাভের বাসনা; সেই বাসনার মূলোচ্ছেদ না হইলে ভক্তিরাগী হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিতে পারেন না। “ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী দ্বন্দ্বি বর্ততে। তাবৎ ভক্তিস্মৃথস্ত্বাত্র কথমভ্যুদয়ে ভবেৎ ॥ ভ, র, সি, ১২১৫॥” পরমকরুণ ভগবান् নিজেও ক্রবের চিন্ত হইতে এই বিষয়-বাসনা দূর করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করেন নাই। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের কৃপাতেই যে জীবের বিষয়-বাসনা দূরীভূত হইতে পারে, তাহাই দেখাইবার উদ্দেশ্যে তিনি নারদকে পাঠাইলেন ক্রবের নিকটে; নারদ কৃপা করিয়া ক্রবকে দীক্ষা দিলেন; দীক্ষা দিয়া তাহার চিন্তের বিষয়-বাসনাকূপ মলিনতা দূর করিলেন; তারপর ভগবান् তাহাকে স্বচরণ দর্শন করাইলেন।

যাহাহউক, মহাপ্রভু কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই—একথা বলাতে কেহ যেন মনে করেন না যে, তিনি দীক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি দীক্ষার বিরোধী ছিলেন না; লোকিক-জীলায় তিনি নিজেও শ্রীপাদ দুশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। মন্ত্রদীক্ষাদান স্বয়ং ভগবানের কাজ নহে—ভঙ্গিমে এই কথা বুঝাইবার নিমিত্তই লোকিক-জীলাতেও তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই।